

# অগ্নিবীণা

(১৯২২)

কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙলার অগ্নি-যুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর  
শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ  
শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।  
তাইত তোমার বহি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে॥  
দহন-বনের গহনচারী –  
হার ঋষি কোন – বংশীধারী  
নিঙড়ে আগুন আন্লে বারি  
অগ্নি-মরুর মাঝে।  
সর্বনাশা কোন্ বাঁশী সে বুঝতে পারি না যে॥

দুর্ভাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হান্ছিলে বৈশাখে,  
হঠাৎ সে কার শুলে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।  
বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী,  
বহি হ'ল কান্না হাসি,  
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী  
মন সরেনা কাজে।

তোমার নয়ন-ঝরা অগ্নি-সুরেও রক্ত-শিখা রাজে॥  
তোমার অগ্নি-পূজারী

স্নেহ-মহিমান্বিত শিষ্য – কাজী নজরুল ইসলাম

# মুখবন্ধ

অগ্নি-বীণা-র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, এবং ঐকেছেন তরণ চিত্রশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর সেন। এজন্য প্রথমেই তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

'ধূমকেতু'র পুচ্ছে জড়িয়ে পড়ার দরুন যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি করে অগ্নি-বীণা বের করতে পারলাম না। অনেক ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। সর্বপ্রথম অসম্পূর্ণতা, যেসব গান ও কবিতা দেবো বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেইগুলি দিতে পারলাম না। কেননা সে সমস্তগুলি দিতে গেলে বইটি খুব বড় হয়ে যায়, তার পর ছাপানো ইত্যাদি খরচ এত বেশি পড়ে যায় যে এক টাকায় বই দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। পূর্বে যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তখন ভাবিনি, যে, সমস্ত কবিতা গান ছাপতে গেলে তা এত বড় হয়ে যাবে, কেননা আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কোনো দিনই ছিল না, আজও নেই। এর জন্য যতটুকু গালি-গালাজ বদনাম সব আমাকে অকুতোভয়ে হজম করতে হবেই। তবু আমার পাঠক পাঠিকার নিকট আমার এই ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। বাকি কবিতা ও গানগুলি দিয়ে এবং পরে কতকগুলি কবিতার সমষ্টি নিয়ে এইরকম আকারেরই অগ্নি-বীণা-র দ্বিতীয় খণ্ড দিন পন্রর মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। আর্য পাবলিশিং হাউজ-এর ম্যানেজার আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহের ঐকান্তিক চেষ্টারই সাহায্যে আমি অগ্নি-বীণা কোনোরকমের শেষে করতে পারলাম; আরো অনেকে অনেকরকম সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত

কাজী নজরুল ইসলাম

সূচী

প্রলয়োল্লাস

বিদ্রোহী

রক্তাম্বর-ধারিণী মা

আগমণী

ধূমকেতু

কামাল পাশা

আনোয়ার

রণভেরী

শাত-ইল-আরব

খেয়াপারের তরণী

কোরবানী

মোহররম

BANGODARSHAN.COM

# প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর বাড়।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

আস্ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,  
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।

মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে

মহাকালের চণ্ড-রূপে-

ধূম-ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বলে আস্ছে ভয়ঙ্কর -

ওরে ঐ হাস্ছে ভয়ঙ্কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,  
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!

বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে

রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে

দোদুল্ দোলে!

অটুরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর -

ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

দ্বাদশ রবির বহি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,

দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!

বিন্দু তাহার নয়ন-জলে

সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে

কপোল-তলে!

বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহর 'পর –

হাঁকে ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

মাঠে মাঠে! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে!

জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে!

এবার মহা-নিশার শেষে

আসবে উষা অরুণ হেসে

করণ বেশে!

দিগন্তরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,

আলো তার ভর্বে এবার ঘর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে,

রগিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে!

ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উজ্জ্বল ছুটায় নীল খিলানে!

গগন-তলের নীল খিলানে।

অন্ধ করার বন্ধ কূপে

দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যুগে

পাষণ্ড স্তূপে!

এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর –

শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? – প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!

আসছে নবীন – জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!

তাই সে এমন কেশে বেশে

প্রলয় বয়েও আসছে হেসে –

মধুর হেসে!

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর! –

বধূরা প্রদীপ তুলে ধর!

কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর! –

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

# বিদ্রোহী

বল বীর -

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

বল বীর -

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতর!

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

বল বীর -

আমি চির উন্নত শির!

আমি চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,

আমি দুর্বীর,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার!

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

আমি মানি না কো কোন আইন,

আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!

আমি ধূর্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর

আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতর!

বল বীর -

চির-উন্নত মম শির!



আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,  
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।  
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,  
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।  
আমি হাসীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,  
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'  
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'

ফিং দিয়া দিই তিন দোল;  
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,  
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,  
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!  
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;  
আমি শাসন-দ্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর!  
বল বীর –  
আমি চির উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,  
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হৃদম হ্যায় হৃদম ভরপুর মদ।  
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,  
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।  
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,  
আমি অবসান, নিশাবসান।  
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য  
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর রণ-তূর্য;  
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মল্লন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।  
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।  
বল বীর –  
চির- উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,  
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশে ম্লান গৈরিক।\*\*  
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,  
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্গিশ!  
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,  
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,  
আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,  
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!  
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,  
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।  
আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস, – আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্মাস,  
আমি মহা প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু গ্রাস!  
আমি কভু প্রশান্ত – কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,  
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!  
আমি প্রভোজ্ঞনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল,  
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,  
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল! –

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্ত্রী-নয়নে বহ্নি  
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্য!  
আমি উন্নত মন উদাসীর,  
আমি বিধবার বুক্রে ক্রন্দন-শ্বাস, হা হতাশ আমি হতাশীর।  
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,  
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ – জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুক্রে গতি ফের  
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়  
চিত- চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!  
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক’রে দেখা অনুখন,  
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা’র কাঁকন-চুড়ির কন-কন!  
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,

\*\*কবির জীবনকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণে এই  
দুটি চরণ এরপর ছিল।  
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক  
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশে ম্লান গৈরিক।

আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচড় কাঁচলি নিচোর!  
আমি উত্তরী-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,  
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।  
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি  
আমি মরু-নির্ব্বার বার বার, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।  
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ!  
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।  
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিত্তে চেতন,  
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।  
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া  
স্বর্ণ মর্ত্য-করতলে,  
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার  
হিম্মত-হেঁষা হেঁকে চলে।  
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহি, কালানল,  
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল।  
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লক্ষ্য,  
আমি ত্রাস সঞ্চগরি ভুবনে সহসা সঞ্চগরি' ভূমিকম্প।  
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি' -  
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।  
আমি দেব শিশু, আমি চঞ্চল,  
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অন্তল।  
আমি অফিয়াসের বাঁশরী,  
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম  
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিব্বাঝুম  
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'  
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।  
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,  
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।  
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,  
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা –  
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!  
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,  
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!  
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,  
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃনুয়, আমি চিনুয়,  
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।  
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,  
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,  
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,  
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য!  
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!  
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!! –  
আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,  
আমি বিবসন, আজ ধরাতল নভঃ ছেয়েছে আমারি জটাজাল!  
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার  
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!  
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে  
আমি 'উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।  
মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত  
আমি সেই দিন হব শান্ত,  
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না –  
অত্যাচারীর খড়া কুপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –

বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে ঐকে দিই পদ-চিহ্ন,

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে ঐকে দেব পদ-চিহ্ন!

আমি খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর -

বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

BANGODARSHAN.COM

# রক্তাম্বরধারিণী মা

রক্তাম্বর পর মা এবার  
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।  
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন  
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন।  
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো  
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।  
তোমার খড়গ-রক্ত হউক  
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।  
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা  
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,  
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন  
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।  
নিশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম  
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,  
অ-সুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু-  
চক্র মা তোর হেম-কাঁকন।  
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,  
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,  
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা  
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।  
হাসো খলখল, দাও করতালি,  
বল হর হর শঙ্কর!  
আজ হতে মা গো অসহায় সম  
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।  
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক করো মা,  
সে চাবুক করো নভ-তড়িৎ,  
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে

লালে-লাল হোক শ্বেত হরিৎ।  
নিদ্রিত শিবে লাথি মারো আজ,  
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,  
পিয়াও এবার অ-শিব গরল  
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।  
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী  
অশিব-নাশিনী চণ্ডী রূপ;  
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই  
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।  
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ  
রক্তাম্বরধারিণী মা,  
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর  
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

# আগমনী

একি            রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন –  
ঝন            রণরণ রণ ঝনঝন!  
সেকি            দমকি দমকি  
                  ধমকি ধমকি  
                  দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি  
                  ওঠে চোটে চোটে,            ছোটে লোটে ফোটে  
                  বহি-ফিনিকি            চমকি            চমকি  
                  ঢাল-তলোয়ারে খনখন!  
সদা            গদা ঘোরে বোঁও বনবন  
                  শোঁও শনশন!  
একি            রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন  
                  রণ            ঝনঝন ঝন রণরণ!  
হৈ            হৈ রব  
ঐ            ভৈরব  
                  হাঁকে,            লাখে লাখে  
                  ঝাঁকে            ঝাঁকে ঝাঁকে  
লাল            গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে  
                  ওই            পালে পালে,  
                  ধরা কাঁপে দাপে।  
                  জাঁকে            মহাকাল কাঁপে থরথর!  
                  রণে            কড়কড় কাড়া-খাঁড়া-ঘাত,  
শির            পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর-ধ্বনি ঘররর!  
'গুরু            গরগর' বোলে ভেরী তুরী,  
'হর            হর হর'  
করি            চীৎকার ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন!  
ওঠে            ঝাঞ্জা ঝাপটি দাপটি সাপটি



হু-হু-হু-হু-হু-শনশন!  
ছোট্টে সুরাসুর-সেনা হনহন!  
বোঁও বনবন  
শোঁও শনশন  
হো-হো বাননননন রণনরণ !  
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ খল খল খল  
নাচে রণ-রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে,  
ধকধক জ্বলে জ্বলজ্বল  
বুকে মুখে চোখে রোষ-হুতাশন!  
রোস্ কথা শোন্!  
ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,  
ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে,  
মম-বরণ কী কল-কল্লোলে চলে উতরোলে  
ধ্বংসে মাতিয়া তাথিয়া তাথিয়া  
নাচিয়া রঙ্গে! চরণ-ভঙ্গে  
সৃষ্টি সে টলে টলমল!  
ওকি বিজয়-ধ্বনি সিঙ্কু গরজে কলকল কল কলকল!  
ওঠে কোলাহল,  
কূট হলাহল  
ছোট্টে মছনে পুন রক্ত-উদধি,  
ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল!  
টলে নির্বিকার সে বিধাত্রীর গো  
সিংহ-আসন টলমল!  
কার আকাশ-জোড়া ও আনত-নয়ানে  
করণা-অশ্রু ছলছল!

বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁজর ঝাম্ঝাম,  
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ ববম্ বম্ভম্!  
লাল লালে-লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,  
ওঠে ওঙ্কার রণ-ডঙ্কার,  
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ বিষাণ রুদ্রের!  
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহির বান রে!  
কোটি বীর-প্রাণ  
ক্ষণে নির্বাণ  
তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ  
গমকে শিরায় গম্গম্!  
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও  
শিরদাঁড়া করে চন্‌চন্‌!  
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,  
নিশীথিনী ভয়ে থম্‌থম্‌!  
বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝাম্ঝাম্!  
ঐ অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা যত  
হত আহত করে রে দেবতা সত্য!  
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায়;  
ত্রস্ত বিধাতা,  
মস্ত পাগল পিনাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়!  
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়!  
চিতার উপরে চিতা সারি সারি,  
চারিপাশে তারি  
ডাকে কুকুর গৃধ্রিনী শৃগাল!  
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!  
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!!  
আজ রণ-রঙ্গিনী জগৎমাতার দেখ্‌ মহারণ,

দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!

পদতলে লুটে মহিষাসুর,

মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে –

শাস্ত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!

'নাই দানব

নাই অসুর, –

চাইনে সুর,

চাই মানব!' –

বরাভয়-বাণী ঐ রে কার

শুনি, নহে হৈ রৈ এবার!

ওঠ্ রে ওঠ্,

ছোট্ রে ছোট্!

শান্ত মন,

ক্ষান্ত রণ! –

খোল্ তোরণ,

চল্ বরণ

করব্ মা'য়;

ডরব্ কায়?

ধরব পা'য় কার্ সে আর,

বিশ্ব-মা'ই পার্শে যার?

আজ

আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া,

ঐ

শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?

কেশের গন্ধ আনিছে আশিন-হাওয়া!

এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ,

সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা

এল

বীণা-পাণি অমলা ঐ!

এসেছে গনেশ,  
এসেছে মহেশ,  
বাস্রে বাস!  
জোর উছাস!!  
এল সুন্দর সুর-সেনাপতি,  
সব মুখ এ যে চেনা-চেনা অতি!  
বাস্ রে বাস্ জোর উছাস!!

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,  
তব সীমা লয় হোক।  
ভুলে যাও শোক – চোখে জল ব'ক  
শান্তির – আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক!  
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!  
মা'র আবাহন-গীত্ চলুক!  
দীপ জ্বলুক!  
গীত চলুক!!  
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!  
স্বা-গতম্!  
স্বা-গতম্!!  
মা-তরম্!  
মা-তরম্!!  
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব কণ্ঠে বন্দনা-বাণী  
লুপ্তে-বন্দে মাতরম্!!!

## ধূমকেতু

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু  
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!  
সাত সাতশো নরক-জ্বালা জলে মম ললাটে,  
মম ধূম-কুণ্ডলি করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!  
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ,  
আমি স্রষ্টার বুক সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার –  
আর মর্তে সাহারা-গোবী-ছাপ,  
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ!

আমি সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,  
আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান-অভিমুখ্যে।  
শৌণ্ড শন-নন-নন-শন-নন-নন শাঁই শাঁই,  
ঘূর্ পাক্ খাই, ধাই পাই পাই  
মম পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি;  
করি উল্কা-অশনি-বৃষ্টি, –

আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি।  
আমি অপঘাত দুর্দৈব রে আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি!

আমি আপনার বিষ-জ্বালা-মদ-পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া  
জোর বঁদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া!  
শুনি মম বিষাক্ত 'রিরিরিরি'-নাদ  
শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব-ঘোরার প্রণব-নিবাদ!  
মম ধূর্জটী-শিখ করাল পুচ্ছে  
দশ অবতারে বেঁধে ঝ্যাঁটা করে ঘুরাই উচ্ছে, ঘুরাই –  
আমি অগ্নি-কেতন উড়াই!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু  
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়ায়েছিল রে হাত  
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!  
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,  
তাই বিধি ও নিয়মে লাগি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।  
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও!  
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও!  
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থুথু দি'!  
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল্-আগুনের কাতুকুতু দি'।  
মম তুরীয় লোকের তির্যক্ গতি তূর্য গাজন বাজায়  
মম বিষ নিশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায়!

কচি শিশু-রসনায় ধানি-লঙ্কার পোড়া ঝাল  
আর বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাশ, মোন্‌ছাল,  
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি  
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!  
পেলে বাহান্ন-শও জাহান্নমেও আধা চুমুকে সে শুষে যাই!

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু –  
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!  
আমি শি শি শি প্রলয়-শিশু দিয়ে ঘুরি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি,  
আমি ত্রিভুবন তার পোড়ায়ে মারিয়া আমিই করিব মুখাগ্নি!  
তাই আমি ঘোর তিক্ত সুখে রে, একপাক ঘুরে বোঁও করে ফের দু'পাক নি!  
কৃতঘ্নী আমি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি!

পঞ্জর মম খপরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর-  
শোন্ রে মর, শোন্ অমর! –  
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!  
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জানো কি তা?  
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!

হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা!

ছোট শন শন শন ঘর ঘর সাঁই সাঁই!

ছোট পাই পাই!

তুই অভিশাপ তুই শয়তান তোর অনন্তকাল পরমাই!

ওরে ভয় নাই তোর মার নাই!!

তুই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু,

তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা ন'স্ অমরার ঘুম-সেতু

তুই ভৈরব ভয় ধূমকেতু!

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !

ঐ ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি,

আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি !

খ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক, দেবরাজ-দন্তোলি

লোকে বলে মোরে, শুনে হাসি আমি আর নাচি বব-বম্ বলি !

এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাগুলি বজ্র-ছড়ি

ওরে ছড়ানো রয়েছে, কত যায় গড়াগড়ি !

মহা সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট নিরবধি,

তার ললাট তপ্ত অভিশাপ-ছাপ ঐকে দিই আমি যদি !

তাই টিটকিরি দিয়ে হাহা হেসে উঠি,

সে হাসি গুমরি লুটায় পড়ে রে তুফান ঝঞ্ঝা সাইক্লোনে টুটি'!

আমি বাজাই আকাশে তালি দিয়া 'তাতা-উর্-তাক্'

আর সোঁও সোঁও করে প্যাঁচ দিয়ে খাই চিলে-ঘুড়ি সম ঘুরপাক!

মম নিশাস আভাসে অগ্নি-গিরির বুক ফেটে ওঠে ঘুৎকার

আর পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্যানে বিষ-ফুৎকার!

কাল-বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার

তখনি রক্ত শোষে না রে তার,

দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্রচণ্ড-সুখে  
পুচ্ছ সাপটি খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে!  
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি  
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী  
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি পিশাচের হাসি  
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি যে সর্বনাশী!

আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে –  
মম পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,  
রক্ত রুদ্ধ উল্লাসে মাতি রে!  
ভগবান? সে তো হাতের শিকার! – মুখে ফেনা উঠে মরে!  
ভয়ে কাঁপিছে, কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের 'পরে!  
অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া  
অজগর কাল-কেউটে সে কোন ফিরিয়া ফিরিয়া  
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,  
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন–  
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে  
আমি ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে,  
আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম  
বিধাতা তাদের কাঁপিছে রুদ্ধ ঘূর্ণির মাঝে মম!

আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুক ভগবান কাঁদে ত্রাসে,  
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে তারে গ্রাসে!



# কামাল পাশা

তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আসমানের আঙিনা তখন কার্বালা ময়দানের মতো খুনখারাবীর রঙে রঙীন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল-পাশা মহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়ান্নাভ সৈন্যদল মহাকল্লোলে অম্বর-ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুক পিঠে দুই জন করিয়া নিহত বা আহত সৈন্য বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলাগুলির আঘাতে, বেয়নটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্তরঞ্জিত। তাহাদের কিন্তু সে দিকে দ্রক্ষেপও নাই। উদ্দাম বিজয়ান্নাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন খেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা সঙ্গীনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া ভাঙা-খাটিয়া-আদি-দ্বারা-নির্মিত এক অভিনব চৌদলে কামালকে বসাইয়া বিষম হুল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর কল্লোলের মতো তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহু দূর হইতে সে রণ-তাণ্ডব নৃত্যের ও প্রবল ভেরী-তুরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

[সৈন্য-বাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।  
বিজয়ান্নাভ সৈন্যগণ গাইতেছিল,-]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,  
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!  
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মাজর মার্চের হুকুম করিল,-কুইক্ মার্চ!]

লেফট! রাইট! লেফট!!  
লেফট! রাইট! লেফট!!

[সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে লাগিল।]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,  
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল ভাই!  
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!  
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর;- লেফট! রাইট!]

সাক্বাস্ ভাই! সাক্বাস্ দিই, সাক্বাস্ তোর শম্শেরে।  
পাঠিয়ে দিলি দুশ্মনে সব যম-ঘর একদম্-সে রে!  
বল্ দেখি ভাই বল্ হাঁ রে,  
দুনিয়ার কে ডর্ করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে?

[লেফট! রাইট! লেফট!]

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!  
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশ্মন্ সব বিল্‌কুল্ সাফ হো গিয়া!  
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!  
হুর্রো হো!  
হুর্রো হো!  
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই!  
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!  
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর;- সাবাস সিপাই! লেফট! রাইট! লেফট!]

শির হতে এই পাঁও-তক্ ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে  
রণ-ভীতুদের শান্তি-বাণী শুনবে কে?  
পিণ্ডারিদের খুন-রঙীন

নোখ-ভাঙা এই নীল সঙ্গীন  
তৈয়ার হেয় হৃদম ভাই ফাড়াতে জিগর্ শত্রুদের!  
হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ তাদের!  
সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!  
ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্-  
এম্নি করে রে-  
এমনি জোরে রে-  
ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্! -  
ঐ চেয়ে দ্যাখ্ আসমাণে আজ রক্ত-রবির আভাস! -  
সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!!

[লেফট! রাইট! লেফট!]

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,  
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের !  
পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত !  
তাই তাদের তারে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত !  
কি বল ভাই শ্যাঙাত?  
হুর্রো হো !  
হুর্রো হো ! !

দনুজ দলে দল্তে দাদা এম্নি দামাল কামাল চাই !  
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!  
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার মেজর: রাইট হুইল! লেফট রাইট! লেফট!  
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।]

আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,  
কুল্ মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,

মোদের হাতে তুর্কি-নাচন নাচলে তাধিন্ তাধিন্ শেষ!

হর্রো হো!

হর্রো হো!

বদ-নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই করলে কি না আল্লায়,

পিশাচগুলো পড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পালায়!

এই পাগলাদেরই পালায়!!

হর্রো হো!

হর্রো-

ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,

ওদের হল্লা শুধু হল্লা,

এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধর্তে আসেন তুর্কি-তাজি

মর্দ গাজি মোল্লা!

হাঃ! হাঃ! হাঃ!

হেসে নাড়িই ছেড়ে বা!

হা হা হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর-সাবাস সিপাই! লেফট্ রাইট্! লেফট্!

সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই!

অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর;- লেফট্ হুইল! য়াজ্ য়ু ওয়্যার!- রাইট্ হুইল!-

লেফট্! রাইট্! লেফট্!]

[সৈন্যদের আঁখির সামনে অস্ত-রবির আশ্চর্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল।]

দেখ্ কি দোস্ত অমন করে? হৌ হৌ হৌ!

সত্যি তো ভাই! – সন্কেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!

শহীদ সেনার টুকটুকে বৌ লাল-পিরাহাণ-পরা,

স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আনকোরা! –

না না না, – কল্জে যেন টুকরো-করে-কাটা

হাজার তরুণ শহীদ বীরের, – শিউরে উঠে গাটা!

আস্মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই!

দেখতে পেলে এফুনি গে' এই ছোরাটা কল্জেতে তার বসাই!

মুণ্ডটা তার খসাই!

গোস্বাতে আর পাইনে ভেবে কি যে করি দশাই!

[হাবিলদার-মেজর-সাবাস সিপাই! লেফট! রাইট! লেফট!]

[ঢালু পার্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত ও আহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!

এমন কাঁচা জানগুলো খান্ খান্ করেছে কোন্ সে চামার রে?

আহা কচি ভাইরা আমার রে! !

[সামনে উপত্যকা। হাবিলদার মেজর :- লেফট ফর্ম! সৈন্য- বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া

গেল! হাবিলদার মেজর :-ফর্ওয়ার্ড ! লেফট ! রাইট ! লেফট !]

আস্মানের ঐ আঙুরাখা

খুন-খারাবীর রঙ মাখা

কি খুবসুরৎ বাঃ রে বা !

জোর বাজা ভাই কাহারবা!

হোক না ভাই এ কারবালা ময়দান –

আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়-গান !

হোক না এ তোর কারবালা ময়দান ! !

হুর্রো হো !

হুর্রো হো ! –

[সামনে উপত্যকা- হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম  
দিয়া গেল – 'মার্ক টাইম।' সৈন্যরা এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল –]

দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!

লেফ্ট! রাইট! লেফ্ট!

দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!

আস্মানে ঐ ভাস্মান যে মস্ত দুটো রঙের তাল,  
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল, –

বুঝলে ভাই! ঐ নীল সিয়াটা শত্রুদের!

দেখতে নারে কারুর ভালো,

তাইতে কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।

হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!

গৃধু ওরা, লুন্ড ওদের লক্ষ্য অসুর বল –

হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!

জালিম ওরা অত্যাচারী!

সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই!

জালিম ওরা অত্যাচারী!

সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই –

জোর অপমান করলে ওরাই,

তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল জল! –

ওরা হিংস্র পশুর দল!

ওরা হিংস্র পশুর দল!!

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল-ফর্ওয়ার্ড! লেফ্ট হুইল্ –

সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল-লেফ্ট রাইট! লেফ্ট!]

সাম্রা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল মরে।

তাদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে, –

ওরা শহীদ হ'ল মরে!

পিটনি খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হয়েছে! কেমন!  
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন!  
মুর্দারা সব যুদ্ধে আসিস্! যা যা!  
আওরং সব যুদ্ধে আসিস্! যা যা!  
খুন দেখেছির্স বীরের? হা দেখ্ টক্টকে লাল কেমন গরম তাজা!  
আওরং সব যা যা!!

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল]

ঐরাই বলেন হবেন রাজা!  
আরে যা যা! উচিত সাজা  
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার মেজর;- সাবাস সিপাই!]

এই তো চাই! এই তো চাই!  
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই, নেই তো নাই!  
এই তো চাই!!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল।  
তাহাদের দেখিয়া সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।]

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া!  
দুশ্মন্ সব হার্ গিয়া!  
কিল্লা ফতে হো গিয়া।  
পর্ওয়া নেহি, যা নে দো ভাই যো গিয়া!  
কিল্লা ফতে হো গিয়া!  
হর্রো হো!  
হর্রো হো!

[হাবিলদার-মেজর;-সাবাস জোয়ান! লেফট! রাইট!]

জোর্সে চলো পা মিলিয়ে,  
গা হিলিয়ে,  
এম্নি করে হাত দুলিয়ে!  
দাদরা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে  
ঢেউএর মত যাই!

আজ স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা বেহেশ্তও না চাই!  
আর বেহেশ্তও না চাই!!

[হাবিলদার-মেজর:- সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,  
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্সে সামাল তাই!  
কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !  
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই ! !

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগর-বাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহদের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূর মুখের বোরকা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ঐ শুনেছিস্? ঝরকাতে সব বলছে ডেকে বৌ-দলে,  
'কে বীর তুমি? কে চলেছ চৌদলে?'  
চিনিস্নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব! – কামাল এ যে কামাল!  
পাগলি মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!  
তা না হলে কার হবে আর রৌশন্ এমন জামাল?  
কামাল এ যে কামাল!!  
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ি সব সামাল!  
ঘর-বাড়ি সব সামাল!!  
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,



ডগ্মগিয়ে জোশ উঠেছে!

সামনে থেকে পালাও!

শোহরত দাও নওরাতি আজ! হর্ ঘরে দীপ জ্বালাও!

সামনে থেকে পালাও!

যাও ঘরে দীপ জ্বালাও!!

[হাবিলদার-মেজর:- লেফট্ ফর্ম! লেফট্! রাইট! লেফট্!-ফরওয়ার্ড!]-

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখা-ভর্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে এবং কতকগুলি অ-সামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া চলিতেছে।]

ইস্! দেখেছিস! ঐ কারা ভাই সামলে চলেন পা,

ফস্কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!

ও তাই শিউরে ওঠে গা!

হাঃ হাঃ হাঃ!

মরল যে সে মরেই গেছে,

বাঁচল যারা রইল বেঁচে!

এই তো জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি তার আঁ?

মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল-'ফর্ম ইনটু সিঙ্গল লাইন'। এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ও আহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে 'স্লো মার্চ' করিয়া পার হইতে লাগিল।]

সত্যি কিন্তু ভাই!

যখন মোদের বক্ষে-বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই -

কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!

কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধরে কল্‌জের খানা পেষে!

নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!

কে যেন ভাই কল্‌জেনানা পেয়ে!!

ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!

বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,

যতই বলি বাহা!

লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!!

ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পরের ভাইটি আমার, আহা!!

অস্ত-পরের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা!

ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা!

মরণ-বধূর লাল রাঙা বর! ঘুমো!

আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো!

হতভাগা রে!

মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে

না জানি কোন্ ফুটতে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায়!

তরুণ জীবন এমনি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোনো প্রিয়ায়!

অরুণ খুনের তরুণ শহীদ! হতভাগ্য রে!

মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে!

তাই যত আজ লিখনে-ওয়ালা তোদের মরণ ফুঁতি-সে জোর লেখে!

এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!

মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!

খবর বেরোয় দৈনিকে,

আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে!'

আঁখির পাতা ভিজল কি না কোনো কালো চোখের,

জান্‌ল না হয় এ-জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!

পচে মরিস পরিখাতে, মা-বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা'!

সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই? আহা! –

আয় ভাই তোর বৌ এল ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলি পরে,

আঁধার-শাড়ি পরবে এখন পশ্বে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে! –

ভাবতে নারি, গোরের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে –

সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে!

বিদায়-বেলায় আরেকটিবার দিয়ে যা ভাই চুমো!

অনাদরের ভাইটি আমার! মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো!!

[নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক বলেছ দোস্তু তুমি!

চোস্তু কথা! আয় দেখি – তোরে হস্ত চুমি!

মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের?

আব্-জম্-জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সি বিষের!

কে মরেছে? কান্না কিসের?

বেশ করেছে!

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে!

বেশ করেছে!!

শহীদ ওরাই শহীদ!

বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে খুন ওদেরি লোহিত!

শহীদ ওরাই শহীদ!!

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহাবীর আনোয়ার পাশা বহু সৈন্যসামন্ত ও সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া 'ডবল মার্চ' করিতে লাগিল।]

হর্রো হো!

হর্রো হো!!

ভাই-বেরাদর পালাও এখন! দূর্ রহো! দূর্ রহো!!

হর্রো হো! হর্রো হো!

[কামাল পাশাকে কোলে করিয়া নাচিতে লাগিল।]

হৌ হৌ হৌ! কামাল জিতা রও!

কামাল জিতা রও!

ও কে আসে? আনোয়ার ভাই? –

আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!!

জোর নাচো ভাই! হর্দম্ দাও লাফ!

আজ জানোয়ার সব সাফ!

হুর্রো হো! হুর্রো হো!!

সব-কুছ আব্ দূর্ রহো! – হুর্রো হো! হুর্রো হো!!

রণ জিতে জোর মন মেতেছে!-সালাম সবায় সালাম! –

নাচনা থামা রে!

জখ্মি ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে!

নাচনা থামা রে!–

[আহতদেরে নামাইতে নামাইতে]

কে ভাই? হাঁ হাঁ, সালাম!

– ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ-সালার কামাল ভাই-এর কামাল।

[সেনাপতির অর্ডার আসিল]

'সাবাস! থামো! হো! হো!

সাবাস! হল্ট! এক! দো!'

[এক নিমিষে সমস্ত কল-রোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনো কি তারায় তারায় যেন ঐ বিজয় গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ হইয়া মিলিয়া গেল –]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই!

অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল ভাই!

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই।

হো হো, কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!!

-----  
তু নে- তুমি।

কামাল কিয়া - অভাবনীয় কাণ্ড করলে, অসম্ভব করলে! [‘কামাল মানে কিন্তু পূর্ণ’]

শমশেরে - তরবারিকে।

বিল্কুল সাফ হো গিয়া - একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে।

খুব কিয়া - আচ্ছা করেছে। বুজদিল - ভীরু, কাপুরুষ।

পাঁও তক - পা পর্যন্ত।

নেস্ত-নাবুদ - ধ্বংস-বিধ্বংস

কুল মুলুক - সমস্ত দেশ।

আজাদ - মুক্ত

বদ্-নসিব - দুর্ভাগ্য

তাজি - যুদ্ধাশ্ব

পিরাহান - পিরান।

গোস্বা - ক্রোধ

খুবসরৎ - সুন্দর

সিয়া - কৃষ্ণবর্ণ।

জালিম - উৎপীড়ক

মুর্দা - মৃত

জামাল - রূপ।

জোশ - উত্তেজনা

শোহরত - ঘোষণা

নোরাতি - উৎসব-রাত্রি

ভাই-বেরাদর - আত্মীয়-স্বজন।

জিতা রও - বেঁচে থাক

আব্ - এখন

জখ্মি - ঘায়েল, আহত।

সিপাহি-সালার - প্রধান সেনাপতি

কালাম - হুকুম

# আনোয়ার

[স্থান- প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনস্ট্যান্টিনোপল।  
কাল-অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।]

[চারিদিকে নিস্তব্ধ নির্বাক। সেই মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সাক্তীর পায়চারির বিশ্রী খটখট শব্দ। ঐ জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয়-সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দী। তাহার কুণ্ঠিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন – সমস্ত-কিছুতে যেন একটা ব্যথিত-বিদ্রোহের তিক্ত-ক্রন্দন ছলছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক বোধ হইতেছিল।

সেইদিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, পরদিন নিশিভারে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ, জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে উৎপীড়নের লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার ‘মা’-কে দেখিতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিম্মানি-সিক্ত বায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, ‘হায় মাতৃহারা!’

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ-রোষে নিজের বাম বাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহ-শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারেবারে নিপতিত হইয়া কারা-গৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘আনোয়ার!’ –]

আনোয়ার! আনোয়ার!

দিলাওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর  
নেস্ত-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার!

আনোয়ার! আফসোস্!

বখ্তেরই সাফ দোষ,

রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,  
ভেঙে গেছে শম্শের – পড়ে আছে খাপ কোষ!

আনোয়ার! আফসোস্!

আনোয়ার! আনোয়ার!  
সব যদি সুম্‌সাম, তুমি কেন কাঁদো আর?  
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!  
আনোয়ার! আর না! –  
দিল্ কাঁপে কার না?  
তল্‌ওয়ারে তেজ নাই! – তুচ্ছ স্মার্ণা,  
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?  
আনোয়ার! আর না!

আনোয়ার! আনোয়ার!  
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর  
খুন করো – খুন করো ভীৰু যত জানোয়ার!  
আলোয়ার! জিজির –  
পরা মোরা খিজির!  
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোগা রিণ-ঝিণ্‌ কির, –  
নিবু নিবু ফোয়ারা বহির ফিন্‌কির!  
গর্দানে জিজির!

আনোয়ার! আনোয়ার!  
দুর্বল্ এ গিদ্ধে কেন তড়পানো আর?  
জোরওয়ার শের কই? – জেরবার জানোয়ার!  
আনোয়ার! মুশ্কিল  
জাগা কজুশ্‌-দিল,  
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল!  
ভাই আজ শয়তান ভাই-এ মারে ঘুষ কিল!  
আনোয়ার! মুশ্কিল!

আনোয়ার! আনোয়ার!  
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর।

কোথা খোঁজো মুসলিম? – শুধু বুনো জানোয়ার!

আনোয়ার! সব শেষ! –

দেহে খুন অবশেষ! –

ঝুটা তেরি তলওয়ার ছিন্ লিয়া যব দেশ !

আওরত সম ছি ছি ক্রদন রব পেশ ! !

আনোয়ার ! সব শেষ !

আনোয়ার ! আনোয়ার !

জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর !

আজো যারা বেঁচে আছে তারা খ্যাপা জানোয়ার !

আনোয়ার ! –কেউ নাই !

হাথিয়ার? – সেও নাই !

দরিয়াও থম্‌থম্‌ নাই তাতে ঢেউ, ছাই !

জিঞ্জির গলে আজ বেদুঈন-দে'ও ভাই !

আনোয়ার ! কেউ নাই !

আনোয়ার ! আনোয়ার !

যে বলে সে মুসলিম – জিভ ধরে টানো তার !

বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার !

আনোয়ার ! ধিক্কার !

কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার –

তল্‌ওয়ারে শুরু যার স্বধীনতা শিক্ষার!

যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিক্‌দার!

আনোয়ার! ধিক্কার!

আনোয়ার ! আনোয়ার!

দুনিয়াটা খুনীয়ার, তবে কেন মনো আর

রুধিরের লোহু আঁখি? – শয়তানি জানো সার!

আনোয়ার ! পঞ্জায়



বৃথা লোকে সম্ভায়,

ব্যথা-হত বিদ্রোহী দিল্ নাচে বাধায়,  
খুন-খেগো তল্ওয়ার আজ শুধু রণ্ চায়,  
আনোয়ার ! পঞ্জায়!

আনোয়ার ! আনোয়ার!  
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম-জানোয়ার,  
ঘরে যত দুশ্মন, পরে কেন হানো মার? –  
আনোয়ার ! এসো ভাই!  
আজ সব শেষও যাই!–  
ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই! –  
তেগ ত্যাজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই!  
আনোয়ার ! এসো ভাই!!

[সহসা কাফ্রি সান্নীর ভীম চ্যালেঞ্জ প্রলয়-ডম্বর-ধ্বনির মতো হুঙ্কার দিয়া উঠিল- 'এয় নৌজওয়ান, হুঁশিয়ার!' অধীর ক্ষোভে তিক্ত রোষে তরুণের দেহের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল! তাহার কটিদেশের, গর্দানের, পায়ের শৃঙ্খল খানখান হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতের শৃঙ্খল টুটিল না। সে সিংহ-শাবকের মতো গর্জন করিয়া উঠিল –]

এয় খোদা! এয় আলি! লাও মেরি তলোয়ার!

[সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনী মাতৃ-মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। ঐ মাতৃমূর্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরও শৃঙ্খলিত ভিখারিনি বেশ। তাঁদের দুইজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়া করুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল –]

ও কে? ও কে হল আর?

না-মা, মরা জানকে এ মিছে তর্সানো আর!

আনোয়ার ! আনোয়ার!!

[ কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিন্দ্র বন্দী তরুণ সেনানীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারের বন্ধ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহারই আর্ত প্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল-'আঃ-আঃ-আঃ!'

আজ নিখিল বন্দী-গৃহে গৃহে ঐ মাতৃমুক্তিকামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে-কোন অচিন্দ্দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিব জানি না! তখন হয়তো হারা-মা-আমার আমায় 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে' ডাকবেন। আমিও হয়তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে, 'আসিবে সেদিন আসিবে!']

সুমসাম - নিবাবুম।

জিজির - শৃঙ্খল

খিজির - শূকর

রোণা - ক্রন্দন

জোরওয়ার - বলবান

শের - বাঘ

গিদড়ে - শৃগাল

জোরবার - ক্ষত-বিক্ষত

কঞ্জুশ্-দিল - কৃপণ মন

বিয়াবান - মরুভূমি।

হাথিয়ার - অস্ত্র

দিব্দার - তিক্ত-বিরক্ত

তেগ - তলোয়ার।

তরসানো - দুঃখ দেওয়া

# রণ-ভেরী

[গ্রীসের বিরুদ্ধে আগেরা-তুর্ক-গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব গুনিয়া লিখিত]

ওরে আয়!

ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায় –

ওরে আয়!

ঐ ইসলাম ডুবে যায়!

যত শয়তান

সারা ময়দান

জুড়ি খুন তার পিয়ে হৃৎকার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়!

আজ শখ করে জুতি-টক্করে

তোড়ে শহীদের খুলি দুশ্মন পায় পায় –

ওরে আয়!

তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!

ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুরু মুসলিম-পঞ্জায়!

তোর মান যায় প্রাণ যায়–

তবে বাজাও বিষাগ, ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সমঝায়!

রণ- দুর্মদ রণ চায়!

ওরে আয়!

ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!

ওরে আয়!

ঐ বাননননন রণ-বানবান বানবানা শোনা যায়!

গুনি এই বানবানা-ব্যঞ্জনা নেবে গঞ্জনা কে রে হয়?

ওরে আয়!

তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,

মরি লজ্জায়,

ওরে সব যায়,

তবু কব্জায় তোর শম্শের নাহি কাঁপে আফসোসে হয়?  
রণ- দুন্দুভি শুনি খুন-খুবী  
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলিরের গোদায়?

ওরে আয়

মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়!  
তারা খিজির যারা জিজির-গলে ভূমি চুমি মূরছায়!

আরে দূর দূর! যত কুঙ্কর

আসি শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে! হাতি  
ঘা'ল হবে ফেরা-ঘায়?

ঐ ঝননননন রণঝনঝন ঝন্ঝনা শোনা যায়!

ওরে আয়!

বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্, দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!

ঐ শের-নর হাঁকড়ায় –

ওরে আয়!

ছোড়্ মন-দুখ,

হোক কন্দুক

ঐ বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর পড়ে থাক, স্পন্দুক বুক ঘা'য়!

নাচ্ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ –

থৈ তাণ্ডব, আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই!

ওরে আয়!

কর কোর্বান আজ তোর জান দিল্ আল্লার নামে ভাই।

ঐ দীন্ দীন্-রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!

শেল- গর্জন

করি তর্জন

হাঁকে, বর্জন নয় অর্জন আজ, শির তোর চায় মায়!

সব গৌরব যায় যায়;

বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!

ওরে আয় !

ঐ কড়কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সাজ্জায়!

ওরে আয়!

মুখ ঢাকিবি কি লজ্জায়?

হুর্ হুর্রে।

কত দূর রে

সেই পুর রে যথা খুন-খোশ্রোজ খেলে হুর্রোজ দুশ্মন-খুনে ভাই!

সেই বীর-দেশে চল বীর-বেশে,

আজ মুক্ত দেশে রে মুক্তি দিতে রে বন্দীরা ঐ যায়!

ওরে আয়!

বল্ 'জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম', ভীৰু যারা মার খায়!

নারী আমাদেরি শুনি রণ-ভেরী হাসে খলখল হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!

মোরা রণ চাই রণ চাই,

তবে বাজহ দামামা, বাঁধই আমামা, হাথিয়ার পাঞ্জায়!

মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গা'য়।

ওরে আয়!

ঐ কড়কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সাজ্জায়!

ওরে আয়!

অব- রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকিব ফুকরি যায়!

তোপ্ দ্রুম্ দ্রুম্ গান গায়!

ওরে আয়!

ঐ বানন রণন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মূরছায়!

হাঁকো হাইদার,

নাই নাই ডর,

ঐ ভাই তোর ঘুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে ঘুর খায়!

ঝুটা দৈত্যেরে নাশি সত্যেরে

দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যা!

ওরে আয়!

মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুশী লেখা আমাদের খুনে নাই!  
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই!

মোরা দুর্মদ, ভর্পুর মদ

খাই ইশকের, ঘাত-শম্শের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!

লাল- পল্টন মোরা সাচ্চা,

মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,

মরি জালিমের দাঙ্গায়!

মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি জয় স্বাধীনতা গাই!

ওরে আয়!

ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!!

শম্শের - তরবারি।

খুন-খুবি - রক্তোন্মত্ততা

দিলির - সাহসী, নির্ভীক

দিলবার - প্রাণবন্ত।

জিঞ্জির - শিকল

শের-বববরে সিংহে

শের-নর - পুরুষসিংহ

হাঁকাড়ায় - গর্জন করিতেছে

কোরবান - উৎসর্গ

খুন-খোশ-রোজ - রক্ত-মহোৎসব।

হররোজ - প্রতিদিন

আমামা - শিরস্ত্রাণ

নকিব - ঘোষক, তুর্কবাদক

হাইদার - মহাবীর হজরত আলীর হাঁক

খুন-জোশ - রক্ত-পাগলামি

কঞ্জুশী - কৃপণতা

ইশকের - প্রেমের

শহীদান - Martyrs

# শাত-ইল-আরব

শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

শহীদেৰ লোহ্, দিলিরেৰ খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।

যুঝেছে এখানে তুর্কি-সেনানী,

যুনানি, মিস্রি, আরবি, কেনানি –

লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্দের চাঙ্গা শির!

নাঙ্গা-শির্ –

শম্শের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!

শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

'কুত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া

দজ্লা এনেছে লোহুর দরিয়া;

উগারি সে খুন তোমাতে দজ্লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র।

ত্রস্তা-নীৰ

গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাতে, – 'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর!'

দজ্লা-ফোরাতে-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা

ইরাক আজমে করেছে ধন্যা; –

বীর-প্রসূ দেশ হ'ল বরণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমির!

মর্দ বীর

সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর!

দুশ্মন্-লোহ্ ঈর্ষায়-নীল

তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল,

বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছ পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!

জিন্দা বীর

'জুলফিকার' আর 'হায়দরি' হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর –

শাতিল্-আরব!-শাতিল্-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা

বস্ৰা-গুলের বহিতে লিখা -

এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর!

খঞ্জরীর

খঞ্জে ঝরে খজুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে তোমার তীর।

ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,-

কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী

তোমারও দুঃখে 'জননী আমার!' বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর! -

রক্ত-ক্ষীর -

পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু-ফোঁটা ভক্ত-বীর।

শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির!

শাতিল আরব - আরব দেশের একটি নদীর নাম।

দিলির - অসম সাহসী

যুয়ানি - যুনান(গ্রীস) দেশের অধিবাসী

মিস্রি - মিশরের অধিবাসী

কেনানি - কেনানের অধিবাসী

চাঙ্গা - টাটকা

কুত-আমারা - কুতল-আমার নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেণ্ড বন্দী হন।



# খেয়া-পারের তরনী

যাত্রীরা রাঙিরে হতে এল খেয়া পার,  
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?  
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাগে!  
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!  
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!  
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,  
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃশ্বে।

তমসাবৃত্তা ঘোরা ‘কিয়ামত’ রাত্রি,  
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী!  
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,  
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

লজ্জি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে  
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে –  
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন  
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,  
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ!  
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও  
কাণ্ডরী আহ্মদ তরী ভরা পাথেয়।

আবুবকর উস্মান উমর আলি হায়দর  
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাঝা,  
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান – লা-শরিক আল্লাহ!  
‘শাফায়ত’-পাল-বাঁধা তরীর মাস্তুল,  
‘জান্নাত’ হতে ফেলে ছরি রাশ্ রাশ্ ফুল।  
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল দাত্রী,  
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী।  
বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,  
ঐ হ’ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

-----  
আহমদ - মোহাম্মদ (সা)।

লা-শরিক আল্লাহ - ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই।

শাফায়ত - পরিত্রাণ

জান্নাত - স্বর্গ

# কোরবানী

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।  
দুর্বল! ভীৰু! চুপ রহো, ওহো খাম্খা ক্ষুধা মন!  
ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর, –  
আজিকার এ খুন কোরবানীর!  
দুশ্মা-শির রক্ত-বাসীর  
শহীদের শির-সেরা আজি। – রহমান কি রক্ত নন?  
বাস্! চুপ খামোশ রোদন!  
আজ শোর ওঠে জোর 'খুন দে, জান দে, শির দে বৎস' শোন!  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।  
খঞ্জর মারো গর্দানেই,  
পঞ্জরে আজি দরদ নেই,  
মর্দানি'ই পর্দা নেই  
ডর্তা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুপ্ত মন!  
খুনে খেলব খুন-মাতন!  
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আন্তে যুঝ'র রণ।  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।  
চড়েছে খুন আজ খুনীয়ারার  
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার।  
'জুল্ফেকার' খুলবে তার  
দু'ধারী ধার শেরে-খোদার রক্তে-পূত-বদন!  
খুনে আজকে রুধব মন!  
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন!  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।  
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,  
'আজাদি' মেলে না পস্তানোয়!  
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!  
হত্যা নয় কি মৃত্যুও? তবে রক্ত-লুন্ধ কোন্  
কাঁদে-শক্তি-দুঃস্থ শোন্ –

‘এয় ইব্রাহিম্ আজ কোর্বানি কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন!’  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।  
এ তো নহে লোহ তরবারের  
ঘাতক জালিম জোরবারের!  
কোরবানের জোর-জানের  
খুন এ যে, এতে গোদাঁ ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন!  
এতে মা রাখে পুত্র পণ!  
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরাল বলির পূত বসন!  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।  
এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে  
পুত্র-স্নেহের গর্দানে  
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে  
রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম্ সে আপনা রুদ্র পণ!  
ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন!

আজ জল্লাদ নয়, প্রহলাদ সম মোল্লা খুন-বদন!  
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।  
দ্যাখ্ কেঁপেছে 'আরশ' আস্মানে,

মন-খুনী কি রে রাশ মানে?

ত্রাস প্রাণে? – তবে রাস্তা নে!

প্রলয়- বিষণ কিয়ামতে তবে বাজাবে কোন্ বোধন?

সেকি সৃষ্টি-সংশোধন?

ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বর শোন্! –

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

মুসলিম-রণ-ডঙ্কা সে,

খুন্ দেখে করে শঙ্কা কে?

টঙ্কারে অসি ঝঙ্কারে

ওরে ছঙ্কারে, ভাঙি গড়া ভীম কারা লড়ব রণ-মরণ!

ঢালে বাজবে ঝন্-ঝনন!

ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

জোর চাই আর যাত্রা নয়

কোরবানি-দিন আজ না ওই?

বাজনা কই? সাজনা কই?

কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?

বল্ – ‘যুব্ব জান্ ভি পণ!’

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ!

আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।

-----  
রহমান - করুণাময়

খামোশ - নীরব।

গর্দানে - স্কন্ধে

জান্নাত - স্বর্গ

জুলফেকার - মহাবীর হজরত আলীর বিশ্বদ্রাস তরবারি

শের-খোদা - খোদার সিংহ; হজরত আলীকে এই গৌরাবান্বিত নামে অভিহিত করা হয়।

জোরবার - বলদৃণ্ড

জোর-জান - মহাপ্রাণ

আজাদি - মুক্তি

আব্বা - বাবা

ইবরাহিম - Abraham

হাজেরা - হজরত ইবরাহীমের স্ত্রী

# মোহর্রম

নীল সিয়া আসমা লালে লাল দুনিয়া, –  
‘আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনীয়া’।  
কাঁদে কোন্ ত্রুদসী কারবালা ফোরাতে,  
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !  
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া দামেশ্কে –  
‘জয়নাতে পরাল এ খুনীয়ারা বেশ কে?  
‘হায় হায় হোসেনা’ ওঠে রোল বধুগায়,  
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেবো পঞ্জায়!  
উন্মাদ ‘দুলদুল্’ ছুটে ফেরে মদিনায়,  
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায়!  
মা ফাতেমা আস্মানে কাঁদে খুলি কেশপাশ,  
বেটাদের লাশ নিয়ে বধুদের শ্বেতবাস!  
রণে যায় কাসিম্ ঐ দু’ঘড়ির নওশা,  
মেহেদির রঙটুকু মুছে গেল সহসা!  
‘হায় হায়’ কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা –  
‘কক্ষণ পঁইচি খুলে ফেলো সকিনা!’  
কাঁদে কে রে কোলে করে কাসিমের কাটা-শির?  
খানখান্ খুন হয়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর!  
কেঁদে গেছে থামি হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,  
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!  
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,  
‘আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতি মা!’  
নিয়ে তুষা সাহারার, দুনিয়ার হাহাকার,  
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!  
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস  
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশ্মনও ‘সাব্বাস’!  
দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,

হাঁকে বীর ‘শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!’  
মা’র থনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়পায়!  
জিভ চুষে কচি জান থাকে কিরে ধড়্‌টায়?  
দাউদাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,  
কাঁদে বানু – ‘পানি দাও, মরে জাদু আস্‌গর!’  
কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,  
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জুর,  
পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,  
ডাকে মাতা, – পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্!  
পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে  
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে!  
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,  
‘দাদা! তেরি হর্ কিয়া বর্বাদ্‌ পয়মাল!’  
হাইদরি-হাঁক হাঁকি দুল্‌দুল্‌-আস্‌ওয়ার  
শম্‌শের চম্‌কায় দুশমনে ত্রাস্‌বার!  
খসে পড়ে হাত হতে শত্রুর তরবার,  
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।  
নিঃশেষ দুশ্মন; ওকে রণ-শ্রান্ত  
ফোরাতে নীরে নেমে মুছে আঁখি-প্রান্ত?  
কোথা বাবা আস্‌গর? শোকে বুক-ঝাঁঝরা  
পানি দেখে হোসনের ফেটে যায় পাঁজরা!  
ধুঁকে ম’লো আহা তবু পানি এক কাৎরা  
দেয়নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাত্‌রা!  
অঞ্জলি হতে পানি পড়ে গেল ঝর-ঝর  
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!  
হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে? –  
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে!  
আস্‌মান ভরে গেল গোধূলিতে দুপরে,  
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!



বেটাদের লোহ-রাঙা পিরাহান-হাতে, আহ –  
‘আরশের পায়া ধরে কাঁদে মাতা ফাতেমা,  
‘এয় খোদা বদলাতে বেটাদের রক্তের  
মার্জনা করো গোনা পাপী কম্বখতের!’  
কত মোহর্রম্ এল্ গেল চলে বহু কাল –  
ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহ লাল!  
মুসলিম্! তোরা আজ জয়নাল আবেদিন,  
‘ওয়া হোসেনা – ওয়া হোসেনা’ কেঁদে তাই যাবে দিন!  
ফিরে এল আজ সেই মোহর্রম্ মাহিনা, –  
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাই না!  
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবির,  
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম্ কারো শির; –  
তবে শোনো ঐ শোনো বাজে কোথা দামামা,  
শম্শের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!  
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকিবের তূর্য,  
“হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!  
জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হাইদরি হাঁক।  
শহীদের দিনে সব-লালে-লাল হয়ে যাক!  
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তিন,  
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন।  
হাসানের মতো পি’ব পিয়ালা সে জহরের,  
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি কহরের;  
আস্গর সম দিব বাচ্চারে কোর্বান,  
জালিমের দাদ নেবো, দেবো আজ গোর জান!  
সকিনার শ্বেতবাস দেব মাতা কন্যায়,  
কাসিমের মতো দেবো জান রুধি অন্যায়!  
মোহর্রম্! কারবালা! কাঁদো ‘হায় হোসেনা!’  
দেখো মরু-সূর্যে এ খুন যেন শোষে না!

\*\*\*\*\*

'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'মোহর্রম' কবিতাটির শেষে ছিল এই দুই চরণ –

দুনিয়াতে খুনীয়ারা দুর্মদ ইসলাম,  
লোহ্ লাও, নাহি চাই নিক্লাম বিশ্রাম।

---

আরশ - খোদার সিংহাসন।

আম্মা - মা।

লা'ল - জাদু।

মাতম - হাহা ক্রন্দন।

দুনিয়া-দামেশকে - দামাঙ্কাস, দামেশক-রূপ দুনিয়ায়।

আমামা - শিরস্ত্রাণ।

বানু - আসগরের মাতা।

আসগর - ইমাম হোসেনের শিশুপুত্র।

জয়নাল - ইমাম হোসেনের পুত্র।

বরবাদ - নষ্ট।

পয়মাল - ধ্বংস।

দুলদুল-আসওয়ার - 'দুলদুল' ঘোড়ার সওয়ার ইমাম হোসেন।

এক কাৎরা - এক বিন্দু।

কমজাতরা - নীচমনাগণ।

হলকুম - কণ্ঠ।

তেগ - তরবারি।

আফতাব - সূর্য।

কমবখ্ত - হতভাগ্য

মর্সিয়া - শোক-গীতি।

শম্শের - তরবারি।

নকিব - তুর্কবাদক।

জহর - বিষ।

কহর - অভিশাপ।

দাদ - প্রতিশোধ।

\*\*\*\*\*সমাপ্ত\*\*\*\*\*